গাংনীর চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল আলা উদ্দীন হত্যা মামলায় ৪ আসামির যাবজ্জীবন জেল দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২ টার সময় এক জনাকীর্ণ আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষণা করেন।

একই আদালত একই ঘটনায় অপর একটি মাদক মামলায় আসামিদের ৭ বছর কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলায় বাকি ২ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বলিদাপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে সোহেল (৪৫), মৃত জামাত আলীর ছেলে রুবেল (২৮), সোনা উল্লাহর ছেলে শাকিল হোসেন (২৮) ও কালু মন্ডলের ছেলে আনিচ (৩৫)।

খালাসপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আবু বকর সিদ্দিক ও একই গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে আতিয়ার রহমান।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৪ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর তালতলা মোড় নামক স্থানে পিরতলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসআই সুবীর রায় ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কাজিপুর থেকে একটি সাদা মাইক্রোবাস আসতে দেখে পুলিশের ওই দলটি গাছের গুড়ি রাস্তায় ফেলে মাইক্রোবাসটিকে গতিরোধ করে। এসময় নিজেদের গায়ে টর্চের আলো ফেলে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মাইক্রোবাসের চালককে নেমে আসতে বলেন।

পরে ফেনসিডিল বহণকারী মাইক্রোবাসটি বিপরীত দিকে চালিয়ে পালানো

চেষ্টা করে। এসময় কনস্টেবল আলাউদ্দীন তার রাইফেলের বাট দিয়ে চালকের সামনের কাচ ভেঙ্গে দেন।

এসময় মাইক্রোবাসটি থেমে যায়। পরে পুলিশের কনেস্টবল আলাউদ্দীনকে তারা ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোবাসের বাম্পারের সাথে বাধিয়ে টেনে ছেঁচড়িয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার দুরে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার সামনে নিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টার সময় মারা যান তিনি।

পরের দিন ২৫ জুলাই সকালের দিকে কুষ্টিয়ার মিরপর উপজেলার বলিদাপাড়া থেকে ওই মাইক্রোবাসটি (যার নং কুষ্টিয়া-চ-০২-০০১১) মামলার প্রধান আসামি আনিছ বাড়ির পাশে একটি বাঁশ বাগান থেকে জব্দ করা হয়। এসময় মাইক্রোবাসের সীটের নিচ থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় পরের দিন ২৫ জুলাই পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের তৎকালিন আইসি সুবীর রায় বাদী হয়ে এ ঘটনায় ১৯৭৪ সালের স্পেশাল ক্ষমতা আইনে হত্যা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মুক্তার আলী ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। হত্যা মামলায় ১৬ জন এবং মাদক মামলায় ১২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে মারুফ আহম্মেদ বিজন, কামরুল হাসান ও খন্দকার আব্দুল মতিন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

সরকার পক্ষের আইনজীবী কাজী শহিদুল হক বলেন, মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা ও স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক ৪ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদÐ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এটা ন্যায় বিচারের একটি প্রতীক হয়ে থাকবে।

আসামী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, রায় ভাল হয়েছে। তবে মামলার তদন্তকারী অফিসার যথেষ্ট ত্রুটি রেখে চার্জশীট দিয়েছেন। আমরা পরবর্তিতে উচ্চ আদালতে যাবো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫, দুটি মামলা রুজ্জু

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ জন ও নিয়মিত মাদক মামলায় ২ জনসহ ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ৩ জন, নিয়মিত মাদক মামলায় মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

এদিক গাংনী ও মুজিবনর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা এফআইআর করা হয়েছে।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল ও সদর

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব আসামী গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৬ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন। নিয়মিত মামলায় ২, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলার ৩ জন আসামী রয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১জন, মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ৩ ও নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার (৬ জুলাই) সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৭জুলাই) ভোর রাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।
এদিকে সদর থানায় চুরির অভিযোগে ১ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে। এঘটনায় একজন গ্রেফতার হয়েছেন। এবং একটি রিকসা উদ্ধার আছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলায় যাবজ্জীবন- ১ ও অপরজনের ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় বড় ভাবীকে হত্যার দায়ে শুকুর আলী নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দেশীয় তৈরীর এলজি (বন্দুক), ৩ রাউন্ড গুলি, ২টি ককটেল বোমা রাখার অপরাধে তাজুব্বর মালিথা নামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই পৃথক দুটি মামলার রায় ঘোষনা করেন। রায় প্রদান শেষে কড়া নিরাপত্তায় আসামীদেরকে জেলাকারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন দৌলতপুর উপজেলার পূর্ব

আমদামী ঘাট এলাকার মৃত সাহাজ উদ্দিন শেখের ছেলে শুকুর আলী এবং অস্ত্র মামলার আসামী হচ্ছেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া বাজারপাড়া গ্রামের আকবার মালিথার ছেলে তাজুব্বর মালিথা।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০১৩ সালের মার্চের ২০ তারিখে আসামী শুকুর আলী পানি না নিয়ে বাথরুমে যান। পরে আসামীর মেয়ে বিথী (৭) এর কাছে বাথরুমে এসে পানি দিতে বললে তার মেয়ে পানি না দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বদনায় করে বাথরুমে পানি না দেওয়ার কারণে মেয়েকে গালিগালাজ করতে থাকে। আসামীর বড় ভাবী রওশনা তার মেয়েকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠানে থাকা কোদালের ধারালো পাশের উল্টা পিঠ দিয়ে আসামীর বড় ভাবী রওশনা কে মাথার পিছনে আঘাত করিলে গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হন এবং ঘটনাস্থলে মারা যান। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানায় একদিন পরে নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষ করে ২০১৩ সালের অক্টোবর ০২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন এবং সাক্ষীপ্রদান শেষে আজ এ রায় ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, ২০১২ সালের জুনের ১৬ তারিখে মিরপুর থানার পুলিশ অভিযান পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গিয়াস উদ্দিন পিস্তলের বাড়ীর উত্তর পাশে আম কাঠালের বাগানের মধ্যে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার জন্য অস্ত্রগুলি ও বোমাসহ অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সহায়তা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাজুব্বর মাথিলার দেহ তল্লাশী করে একটি দেশীয় অস্ত্র এলজি বন্ধুক এবং কোমরে গোজানো অবস্থায় তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে মিরপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষনা করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৮ জন গ্রেফতার হয়েছেন। এদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৪ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ ও সিআর মামলায় ১ জন আসামী।

আটকদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে জিআর মামলায় ৩ জন ও সিআর মামলায় ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন। এছাড়া মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

শুক্রবার (২৪ জুন) দিবাগত রাতভর আজ শনিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলী ও মুজিবনগর থানার ওসি রাসেল মেহেদী গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরের তিনটি থানায় মাদক মামলাসহ ৪ টি মামলা এফআইআর ভূক্ত করা হয়েছে।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ শনিবার (২৫ জুন) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবাদিক কাজলের ৩ মামলার কার্যক্রম স্থগিত

পক্ষকাল পত্রিকার সম্পাদক ও ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের নামে দায়ের করা তিনটি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। বুধবার (১ জুন) বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিন ও বিচারপতি মো.আতোয়ার রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ দুই মাসের জন্যি এই তিনটি

মামলার কার্যক্রম স্থগিত করেন।

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল মেহেরপুর শহরের কাশারীপাড়া এলাকার মৃতু মীর মনোয়ার হোসেনের ছেলে।

গত বছরের ৮ নভেম্বর ফটো সাংবাদিক কাজলের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের পৃথক তিন মামলায় চার্জ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দিয়েছেন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আসসামছ জগলুল হোসেন ।
রাজধানীর শেরে-বাংলা নগর, হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানায় ওই তিনটি মামলা দায়ের হয়।
চার্জ শুনানিকালে সাংবাদিক কাজল আদালতে হাজির ছিলেন। তার পক্ষে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম শামীম চার্জগঠনের প্রার্থনা করেন।
উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত সাংবাদিক কাজলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ তাকে পড়ে শোনান।
এরপর তার কাছে জানতে চান, তিনি দোষী না নির্দোষ। এ সময় কাজল নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন।
এরপর আদালত তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের আদেশ দেন। কাজলের আরেক আইনজীবী জাহেদুর রহমান এ তথ্য জানান।
পরে হাইকোর্টে আবেদন করেন কাজল
যুব মহিলা লীগ নেত্রী পাপিয়াকে জড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি করায় গত বছর ৯ মার্চ রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানায় কাজলসহ ৩২ জনের নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন মাগুরা-১ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শেখর। এরপর ১০ ও ১১ মার্চ রাজধানী হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আরও দুটি মামলা হয়।
মামলা হওয়ার পর গত বছর ১০ মার্চ সন্ধ্যায় রাজধানীর হাতিরপুলের ‘পক্ষকাল’ অফিস থেকে বের হওয়ার পর সাংবাদিক কাজল নিখোঁজ হন। ১১ মার্চ চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়ন। পরে ১৮ মার্চ রাতে কাজলকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ এনে চকবাজার থানায় মামলা করেন তার ছেলে মনোরম পলক।
ঢাকা থেকে নিখোঁজের ৫৩ দিন পর গত বছরের ২ মে রাতে যশোরের বেনাপোলের ভারতীয় সীমান্ত সাদিপুর থেকে অনুপ্রবেশের দায়ে ফটো সাংবাদিক কাজলকে আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি)। পরদিন অনুপ্রবেশের দায়ে বিজিবির দায়ের করা মামলায় আদালতে

সাংবাদিক কাজলের জামিন মঞ্জুর হলেও পরে কোতোয়ালি মডেল থানায় ৫৪ ধারায় আরেকটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।
প্রায় সাড়ে আট মাস কারাভোগের পর গত বছর ২৫ ডিসেম্বর জামিনে মুক্তি পান কাজল।পরে তিন মামলায় কাজলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করলে মামলাটি বদলি হয়ে বিচারের জন্য সাইবার ট্রাইব্যুনালে আসে।

আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুজিত চ্যাটার্জি বাপ্পী।

মেহেরপুরে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুর বড়বাজার প্রধান সড়কে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে ভবন নির্মাণের কাজ। এছাড়াও নেওয়া হয়নি পৌরসভা থেকে নকশার অনুমোদন। অভিযোগ রয়েছে আদালত, প্রশাসন ও পৌরসভার নির্দেশনাকে বৃদ্ধাআঙ্গুল দেখিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার প্রত্যক্ষ মদদে ও লোকবল দিয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন অভিযোগ তুলে বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ইমরান হেলালী প্রিন্স নামের এক বিচারপ্রার্থী।

ইমরান হেলালী প্রিন্স লিখিত অভিযোগে বলেন, মেহেরপুর বড় বাজার প্রধান সড়কে অবস্থিত আমাদের স্বত্ব দখলীয় জমির মধ্যে থেকে এস এ ১৭৯১ নং দাগের এক শতক জমি আমার দাদা মৃত রফিকুল ইসলাম বাবলুর নিকট বিক্রয় করেন। পরবর্তীতে বাবলু রেকর্ড অফিসের কর্মচারীগণের সাথে যোগসাজসে এক শতক জমির স্থলে এক শতক ৪৪ পয়েন্ট জমি নিজ নামে রেকর্ড করে নেন। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে দখলের উদ্দেশ্যে আমার পয়েন্ট ৪৪ শতক জমির পিছনে আমার অন্য শরীকের নিকট হতে বাবলু আরো এক শতক জমি ক্রয় করেন। সেখানে আমার ৪৪ শতক জমি দখল করার

উদ্দেশ্যে সেখানে ভবন নির্মাণ শুরু করেন। এ বিষয়ে আমি আদালতে মামলা করলে বিচারক ভবন নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে পেশিশক্তি ব্যবহার করে আবারো নির্মাণ কাজ শুরু করে। আমি আমার শরীকগণকে নিয়ে তাদের অবৈধ কাজে বাধা দিতে গেলে তারা আমার উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করলে আমি প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাই। এরপর থেকে মাসকুরা বেগম ও তাদের লোকজন আমার পরিবারের সদস্যদের নানা প্রকার হুমকি দিচ্ছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মাসকুরা বেগমের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জানান, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তা মিথ্যা।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, জমির নিয়ে আদালতে মামলা চলমান, সেহিসাবে আমাদের কিছু করণীয় নেই। দুজনই আমাদের সমিতির সদস্য। সে হিসাবে আদালতে নিষ্পত্তি হলেই ভবন নির্মাণ করা উচিত।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, পৌরসভা থেকে মৌখিক ও লিখিতভাবে বললেও তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তারা রাতের আধারে বা বন্ধের দিন সুযোগ বুঝে চুরি করে অল্প অল্প করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভবনের নকশা অনুমোদনের বিষয়ে তিনি বলেন, ভবন নির্মাণে পৌরসভা থেকে তাদের কোন অনুমোদন দেওয়া হয়নি। যেহেতু জমিতে মামলা চলছে তাই মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভা ওই জমিতে নকশার অনুমোদন দিতে পারে না। নকশা অনুমোদন ছাড়া ভবন নির্মাণ হলে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় সি আর সাজাপ্রাপ্ত

পলাতক আসামী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে ০৬ মাসের সিআর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল হান্নান আলীকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুর ১ টার দিকে আটক করা হয়। আটককৃত আব্দুল হান্নান দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের নসকর শেখের ছেলে।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এএস আই মো: বিল্লাল হোসেন, এএস আই মো: মুজিবর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুতুবপুর গ্রামে নিজ বসত বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়।

আটককৃত আব্দুল হান্নান আলীর দামুড়হুদা থানায় ১টি মামলায় আদালত তাকে ০৬ মাসের কারাদণ্ড দেন। এরপর থেকে আব্দুল হান্নান পলাতক ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল আজ দুপুর ১ টার দিকে গোপনে নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন বলে জানান পুলিশ।

প্রস্তত ফাঁসির মঞ্চ, যে কোন সময় কার্যকর মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কারাগারে গিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো: আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জনের জল্লাদের একটি দল তৈরি করেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ। ফাঁসির মঞ্চও প্রস্তুত রয়েছে। তবে এখনো চূড়ান্ত নির্দেশনা না আসায় আজ

ফাঁসি হবে কি হবে না এ নিয়ে দোটানায় আছে জেল কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এ খবর নিশ্চিত করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) জেলার মাহবুবুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আমরা কারাগারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত আছে। জল্লাদের তালিকা করেছি। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে চূড়ান্ত নির্দেশনা সেটি এখনো পায়নি। তাই ফাঁসি কার্যকর করার জন্য যাদের উপস্থিত থাকতে হয় এমন কাউকেও অফিশিয়ালি চিঠি পাঠানো হয়নি। নির্দেশনা পেলে যেকোনো মুহূর্তে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হবে। সূত্র- বার্তা২৪.কম

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে আমিরুল ইসলাম-শাহাদুল ইসলাম কানায় প্যানেলের সভাপতি হিসাবে আমিরুল ইসলাম পুননির্বাচিত সহ ১৫ টি পদের মধ্যে ১১ টি তে জয়ী হয়েছেন ।

বিল্টু-জাহিদ নীল প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক সহ চারটিতে জয়ী হয়েছেন। গতকাল শনিবার বিকালে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সকাল নয়টা থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকাল তিনটা পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১২১ জন ভোটারের মন জয় করতে ১৫ টি পদে মোট ২৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের মোট ১১৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে বর্তমান সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম ৬৫ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে পুননির্বাচিত হন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আহসান হাবিব বেল্টু ৫০ ভোট পান ।

আমিরুল কানাই প্যানেল থেকে নির্বাচিত অন্যরা হলেন সহ-সভাপতি

নাসির উদ্দিন, মোজাম্মেল হক, যুগ্ম-সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, মেহেদি আরাফাত পাশা, সাংগঠনিক সম্পাদক সানোয়ার হোসেন, কোষাধক্ষ্য শরিফুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক খন্দকার নাজমুল হোসাইন, এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান, গিয়াসউদ্দিন মোঃ তুহিন।

এদিকে নীল প্যানেল থেকে বিজয়ী আব্দুস সাত্তার জাহিদ ৬৮ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্বাচন অপর প্রার্থী শাহাদুল ইসলাম কানাই ৪৮ ভোট। নীল প্যানেলের বিজয় অন্য প্রার্থীরা হল দপ্তর সম্পাদক জিয়াউর রহমান, নির্বাহী সদস্য শামীম রেজা সোহেল রানা।